Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৬ শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

শান্তি ও নিরাপত্তা মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সম্মাননীয় ফেলো - সিপিডি

মাদারীপুর: ৪ মার্চ ২০১৭

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচি

- সূচনা
- নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোতে অভীষ্ট ১৬
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ
- পরিশেষ

সূচনা

- ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃত্ব আগামী পনের বছরের জন্য নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারণ করেন যা ২০৩০ এজেন্ডা বা এসডিজি নামে পরিচিত

- ২০৩০ এজেন্ডা প্রণয়নের সময় উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভকে (অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভারসাম্য রাখার প্রয়াস দেখা যায়
    - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ উল্লেখিত তিনটি উন্নয়নের স্তম্ভের আচ্ছাদন

- এমডিজিসমূহের দুর্বলতার একটি প্রধান দিক ছিল সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চয়তার পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলোর অনুপস্থিতি। এসডিজির ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর অন্তর্ভুক্তি এ বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করেছে

- টেকসই উন্নয়নের জন্য অভীষ্ট ১৬ তে মূলত তিনটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত
    - শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে উৎসাহিত করা;
    - সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা; এবং
    - সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোতে অভীষ্ট ১৬

- এসডিজি এজেন্ডার ব্যাপকতার দিকটি বিবেচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আভ্যন্তরীণ নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন না আনতে পারলে এসডিজিগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুশাসন এবং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- সুশাসনের মত শান্তি ও নিরাপত্তাও উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক| পৃথিবীর যে সকল দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, সেখানেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে
- এ অভীষ্ট নির্ধারণের আলোচনায় দুর্নীতি আলাদাভাবে জায়গা পেলেও গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সকল আইন উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার প্রস্তাবগুলো শেষ পর্যন্ত স্থান করে নিতে পারেনি
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুশাসনের লক্ষ্যসমূহকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নির্ধারণে গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, এবং স্বচ্ছতা বাস্তবায়নে পৃথক লক্ষ্য স্থির করার বাংলাদেশের প্রস্তাব আমাদের দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সত্যিকারের প্রতিফলন

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যতটা শক্তিশালী, সুশাসনের সূচকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে তার অবস্থান অপেক্ষাকৃত দুর্বল

সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

সূচকসমূহ	অবস্থান	অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরস (ডাব্লিউজিআই) ২০১৪		
মত প্রকাশ ও জবাবদিহিতা	১৩৮	২০৪
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	১৭০	২০৭
সরকারের কার্যকারিতা	১৬৪	২০৯
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুণমান	১৭১	২০৯
আইনের শাসন	১৫৫	২০৯
দুর্নীতি দমন	১৭০	২০৯
ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স ২০১৬	১৭৪	১৮৯
গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স ২০১৬	১০৭	১৪০

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

বিশ্বব্যাপী সুশাসন সম্পর্কিত সূচকসমূহে বাংলাদেশের বছরওয়ারী অগ্রগতির চিত্র (১০০ দেশের মধ্যে অবস্থান)

সূচকসমূহ	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৪
মত প্রকাশ ও জবাবদিহিতা	৫৮	৭১	৬৩	৬৮
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	৭৪	৯৬	৯০	৮২
সরকারের কার্যকারিতা	৬৭	৭৯	৭৪	৭৮
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুণমান	৮১	৮৩	৭৮	৮২
আইনের শাসন	৮০	৮২	৭৫	৭৪
দুর্নীতি দমন	৮৪	৯৫	৮৫	৮১

- দুর্নীতি সূচকে অবস্থার কিছুটা উন্নতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নে এটি একটি বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত
  - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতি ধারণা সূচক অনুযায়ী পৃথিবীর ১৬৮ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯-তম। আফগানিস্তানকে বাদ দিলে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও আমাদের অবস্থান সবচেয়ে নিচে
  - বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ সার্ভেতে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিকে তাদের ব্যবসার জন্য একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে
  - সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর জিডিপির শতকরা ২-৩ শতাংশ ক্ষতি হয়

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

- ডুইং বিজনেস রিপোর্ট বলছে, আদালতের মাধ্যমে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে এবং রুয়ান্ডার মতো দেশগুলোতে যেখানে ১০ মাসের কম সময় লাগে, সেখানে বাংলাদেশে প্রয়োজন হয় ৪ বছরের বেশি
- গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যাযুক্ত কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতি প্রথম, অদক্ষ সরকারি আমলাতন্ত্র চতুর্থ, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে
- সিপিডি'র গবেষণা – শ্রীলংকার মতো আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি থাকলে বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে; ভারতের মতো থাকলে তা দ্বিগুণ হতো
- সুশাসন ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের উত্থান এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সহিংস ও উদ্দেশ্যমূলক হত্যাকাণ্ডগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর 'শান্তি ও নিরাপত্তার' বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

- সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সূচকে দেখা যায়, অভীষ্ট ১৬-এর সূচকসমূহের বেশির ভাগেই বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ দেশের মধ্যে অনেক পিছিয়ে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সূচকে অভীষ্ট ১৬ এর সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান (১০০-এর মধ্যে)

সূচকসমূহ	সর্বশেষ অবস্থা	এসডিজি সূচকে অবস্থান
দুর্নীতির ধারণা সূচক (০-১০০)	২৫	৮৮
সরকারের কার্যকারিতা (১-৭)	২.৯	৮৫
উদ্দেশ্যমূলক নরহত্যা (প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায়)	২.৭	৪০
কারাবাসীদের সংখ্যা (প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায়)	৪২	৮
সম্পত্তির মালিকানা সংরক্ষণ (১-৭)	৩.৫	৮৫
রাতে একা হাঁটা নিরাপদ মনে করে (%)	৮০.৩	১৪
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্মনিবন্ধন (%)	৩০.৫	৯৩

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর সূচকসমূহের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে (Rahman *et al.*, 2016),
  - শতকরা মাত্র ২২ শতাংশ সূচকের জন্য প্রস্তুত তথ্য রয়েছে
  - তথ্য রয়েছে, কিন্তু সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয় এ ধরনের সূচকের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ
  - ৩০ শতাংশ সূচকের জন্য কোনো তথ্য নেই, যা নতুন করে সংগ্রহ/হিসাব করতে হবে

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর মাত্র অর্ধেক (১২টির মধ্যে ৬টি) লক্ষ্যের সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীর মূল লক্ষ্যসমূহ অথবা বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা/নীতির লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে আংশিক মিল রয়েছে (অথবা সমতুল্য)
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত একটি ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক (ডিআরএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে – এখানেও সুশাসনকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং থেকে দেখা যায়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর ১২ লক্ষ্যের মধ্যে শুধুমাত্র দুইটির (১৬.১ ও ১৬.৩) জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বা কৌশল রয়েছে
  - সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর আরও আটটি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে বিভিন্ন নীতি, আইন ও কৌশল রয়েছে
  - এগুলোর সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন
  - দুইটি লক্ষ্যের (১৬.৭, ১৬.খ) জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি, আইন বা কৌশল নেই
- দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে একটি নতুন জাতীয় সুশাসন নিরীক্ষা কাঠামো (এনজিএএফ) তৈরি করা হচ্ছে –
  - এতে ছয়টি মূল স্তম্ভ থাকছে – ক) আইনের শাসন; খ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সংবেদনশীলতা; গ) দুর্নীতি; ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা; ঙ) অংশগ্রহণ এবং চ) সমতা

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

ধারণাগত ও সংজ্ঞাগত

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহের ধারণাগত এবং সংজ্ঞাগত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করা
  - কিছু কিছু সূচকের সংজ্ঞা, যেমনঃ 'homicide', 'violent death' এখনও স্পষ্ট নয়
- আবার অভীষ্ট ১৬-এর সাথে জড়িত সকল ধারণাও বাংলাদেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে একটা ভারসাম্য তৈরি করতে হবে

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক

- ❑ বাংলাদেশ সরকার তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে নভেম্বর, ২০১৫-তে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি 'আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে
  - ▪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে এই কমিটির সভাপতি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে (জিইডি) এর সদর দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়
- ❑ সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের একটি ম্যাপিং করেছে
  - ▪ এই ম্যাপিং অনুযায়ী অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হচ্ছেঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এবং তথ্য মন্ত্রণালয়
- ❑ এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হবে এখন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য ও উপাত্ত

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর সূচকসমূহের একটি বড় অংশের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য ও উপাত্ত নেই এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে
- বেশ কিছু সূচকের জন্য ধারণাগত তথ্যের প্রয়োজন হবে
- যেহেতু বিবিএস মতামত জরিপ পরিচালনা করে না, সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ এই ধরনের উপাত্তগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে
    - বেসরকারিভাবে করা জরিপে নানা ধরনের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো কীভাবে দূর করা যায় এবং আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কীভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ

- অভীষ্ট ১৬-এর পরিধি যেহেতু অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত, তাই বাংলাদেশে এটিকে বাস্তবায়ন করতে হলে শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়
- বাংলাদেশে ২০৩০ এজেন্ডা নিয়ে আলোচনায় বারংবার যে বিষয়তে জোর দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নীতির সঙ্গতি রক্ষা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, একাডেমিক, মিডিয়া এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে গড়া একটি বহু-অংশীজন প্রক্রিয়া অনেক বেশি কার্যকর হবে
  - অংশীজনেরা অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়সূচি নির্বাচন থেকে শুরু করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই অবদান রাখতে পারে

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

রাজনৈতিক সদিচ্ছা

- রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ সরকার ইতিমধ্যে এনজিএএফ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে
- সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও অভীষ্ট ১৬-এর বেশ কিছু লক্ষ্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে, যদিও আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুযোগ ছিল
- প্রাথমিক পরিকল্পনাগত কাজগুলো মোটামুটিভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিআরএফ-এ নেয়া লক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের পাশাপাশি এনজিএএফ-এর সূচকসমূহের দ্রুত চূড়ান্তকরণ এবং তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরকে উদ্যম ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে
  - এই লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আধুনিকীকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত অর্থায়ন দিতে হবে

পরিশেষ

- বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভীষ্ট ১৬-এর যথাযথ বাস্তবায়ন যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন গবেষণার পাশাপাশি জাতীয় প্রায় সকল ঘোষিত নীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারের বেশ কিছু নীতি পদক্ষেপও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে।

- এক, বাংলাদেশের জাতীয় নীতি কাঠামোতে অভীষ্ট ১৬-এ অন্তর্গত লক্ষ্যসমূহের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। একই সাথে অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাধিকারগুলো কী হবে, তা দ্রুত সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ আলোচনার মাধ্যমে অভীষ্ট ১৬-এর ধারণাগত এবং সংজ্ঞাগত মতানৈক্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

- দুই, অভীষ্ট ১৬-এর বাস্তবায়ন সার্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া নয়। অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়গুলো সরাসরি অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত। ফলে একটি সমন্বিত নীতি কাঠামোর মধ্যেই এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য এবং সূচকসমূহ কীভাবে নিহিত করা হলো সেই বিষয়টিও স্পষ্টভাবে নীতি আলোচনার অংশ হতে হবে।

পরিশেষ

- তিন, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, তা নির্ধারিত জাতীয় প্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্তের বিষয় হলো অভীষ্ট অনুযায়ী একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেবার প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কীভাবে তার নীতি প্রণয়ন করবে এবং তা জাতীয় নীতি নির্ধারণের সনাতনী কাঠামোতে কীভাবে সমন্বিত হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে সূচকভিত্তিক ফলাফল নিরীক্ষা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সর্বদা পর্যবেক্ষণের ভেতর রাখারও প্রয়োজন আছে।
- চার, অভীষ্ট ১৬-সহ এসডিজি'র সকল অভীষ্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ২০৩০ এজেন্ডা প্রণয়নের সময় পরিষ্কারভাবে সকলের জন্য সমভাবে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমডিজি'র ক্ষেত্রে যেখানে গড় বাস্তবায়নই মূল কথা ছিল, সেই দুর্বলতা আমাদের এসডিজি বাস্তবায়নকালে আমাদের দূর করতে হবে। দেশের সকল জাতিসত্তার, সকল বয়সের, সকল লিঙ্গের, সকল ধর্মের এবং সকল এলাকার জনগোষ্ঠী যদি উন্নয়নের সুফল না পায় তবে আমরা নিজেদের সফল দাবী করতে পারি না।

পরিশেষ

- পাঁচ, এ প্রবন্ধে যে বিষয়টিতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে তা হলো সময়মতো এবং সঠিকভাবে উপাত্তের যোগান এবং তা উন্মুক্তভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা। অভীষ্ট ১৬-এর জন্য প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সূচকসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নয়, বরং তার বাইরে থাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের গুণমান ঠিক রাখাও তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে মতামতভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে যে উপাত্ত তৈরি করতে হবে তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকেও কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করতে হবে।

- ছয়, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের সরাসরি অংশগ্রহণ আবশ্যক। বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে তার মাঝে সরকারের বাইরে থাকা অংশীজনের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তা ভাবতে হবে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের অংশগ্রহণে অভীষ্টভিত্তিক কমিটি গঠন একটি বিকল্প হতে পারে যা বিভিন্ন সময়ে সরকারকে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে। সরকারের ভেতরেও সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে। বিশেষত জাতীয় সংসদের নিয়মিত এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে।

পরিশেষ

- সাত, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় এবং ঘোষিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গতি আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া না হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা আমরা করেছি তা অর্জন করা যাবে না। অভীষ্ট ১৬-এর জাতীয় প্রেক্ষিত নির্ধারণ এবং এর বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে তা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।
- অভীষ্ট ১৬ অন্য যেকোনো অভীষ্টের তুলনায় অনেক বেশি স্পর্শকাতর। তাই অন্য যেকোনো অভীষ্টের তুলনায় এর বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সম্ভবত বেশি প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সদিচ্ছার প্রতিফলন রয়েছে। তবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে এখনও কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে অবশ্যই জোরালো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে।

ধন্যবাদ